ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন

লক্ষ্মীপুর-২ সংসদীয় আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী

মোঃ আবুল খায়ের ভূঁইয়ার

নির্বাচনী ইশতেহার

২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

প্রিয় লক্ষ্মীপুর-২ আসনের সম্মানিত ভোটারবৃন্দ এবং ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সর্বস্তরের ভাই ও বোনেরা আপনাদের সকলের প্রতি আমার সালাম ও শুভেচ্ছা। আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি অবারাকাতুহু। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ মুক্তিযোদ্ধাগণ ও ২০২৪ সালে জুলাই বিপ্লবের শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং সালাম জানাচ্ছি, তাদের পরিবারের প্রতি জানাচ্ছি আন্তরিক সমবেদনা। একই সাথে আহত মুক্তিযোদ্ধা ও জুলাই যোদ্ধাদের প্রতি আমার সালাম ও সম্মান জানিয়ে আমার নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষনা করছি।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আপনারা নিশ্চয় অবগত আছেন যে, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ইং বৃহস্পতিবার, আমাদের সকলের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশে একটি গণতান্ত্রিক ও জনকল্যানমূলক সরকার গঠনের লক্ষ্যে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। উক্ত নির্বাচনে আমি মোঃ আবুল খায়ের ভূঁইয়া সংসদীয় আসন-২৭৫, লক্ষ্মীপুর-২ আসনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি'র মনোনীত ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী।

ইতিপূর্বে ১৯৯৬,২০০১ এবং ২০০৮ সালে আপনারা আমাকে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দিয়ে তিনবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত করেছিলেন। এই কথাটি যখন বলছি তখন বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠছে আমার প্রাণ প্রিয় রাজনৈতিক অভিভাবক দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুখখানি। তিনি এই আসন থেকে দুইবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন, মাঠঘাট চষে বেড়িয়ে ছিলেন এবং লক্ষ্মীপুর-২ আসনটি তার মাধ্যমে সারা বাংলাদেশ তথা বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিতি লাভ করেছে।

তার-ই স্নেহের পরশে আপনাদের ভোটে আমি তিনবার জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়েছিলাম। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও তারই স্নেহ, ভালোবাসা এবং নির্দেশনা মোতাবেক বিএনপি চেয়ারম্যান দেশনায়ক তারেক রহমান আমাকে মনোনয়ন দান করেছেন।
বিগত ১৮ বছর আন্দোলন সংগ্রামে আমি দলের নেতা-কর্মীদের পাশে থাকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি এবং আমার সামর্থ্য আনুযায়ী সহযোগিতা করে এসেছি। মামলা-হামলার শিকার হয়েছি, জেল খেটেছি তবুও কোন অন্যায়ের কাছে মাথা নত করিনি এমনকি কোন রকম লোভ লালসায় নিজেকে সঁপে দেইনি।

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আমাকে ধানের শীষ মার্কায় ভোট দিয়ে জাতীয় সংসদে আপনাদের প্রতিনিধিত্ব করা সুযোগ প্রদান করলে আমি আমাদের লক্ষ্মীপুর-২ আসনে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করবো এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের-জায়গা থেকে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করবো তা হবে নিম্নরূপ:

প্রথমত: বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের চেয়ারম্যান দেশনায়ক তারেক রহমান এর "দেশ গড়ার পরিকল্পনা কর্মসূচীর" অংশ হিসেবে মা-বোনদের জন্য ফ্যামিলি কার্ড এবং কৃষক ভাইদের জন্য কৃষক কার্ড সহ ১০টি পরিকল্পনা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আপনাদের দোরগোড়ায় পৌছে দিবো।

দ্বিতীয়তঃ আমি আপনাদের প্রতিনিধি হিসেবে নিজস্ব বুদ্ধি-জ্ঞান এবং সর্বরকম সামর্থ্যকে কাজে লাগিয়ে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করবো তা হচ্ছে-

১। অবকাঠামো ও চরাঞ্চল উন্নয়ন:
গ্রামীণ জনপদের রাস্তাগুলোকে দ্রুততম সময়ে নির্মাণ এবং পূনঃনির্মাণ সহ রায়পুর ও সদর অংশের প্রধান সড়ক গুলোকে চারলেনে উন্নীতকরণের পাশাপাশি বিগত ১৮ বছর ধরে ভেঙ্গে পড়া এবং চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তা গুলোকে দায়িত্ব প্রাপ্তির শুরু থেকেই পাকা করনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

চরাঞ্চলে ভূমিহীনদের আইনগত অধিকার নিশ্চিত করা, ভূমি দস্যুদের হাত থেকে গরীবের সম্পত্তি উদ্ধার এবং রক্ষা করার পাশাপাশি সরকারি সম্পত্তি দখল না হওয়ার ব্যাপারে সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা অর্থাৎ "দলিল যার ভূমি তার" এই ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে। মেঘনার ভাঙ্গন রোধে স্থায়ী সি সি ব্লক বাঁধ নির্মান করা হবে। ২০০১-২০০৬ সালে বিএনপি ক্ষমতায় থাকাকালে আমি আমার সর্বোচ্চ ক্ষমতা দিয়ে মনে-প্রানে আপনাদের সেবা করার চেষ্টা করেছিলাম। গ্রামীন অবকাঠামো, রাস্তাঘাট সমূহ নির্মাণ এবং মেরামত করেছিলাম।

ইতিপূর্বে সংসদ সদস্য থাকাকালে ২০০১-২০০৬ সালে বিএনপি সরকারের সময়কালে লক্ষ্মীপুর-২ আসনে গ্রামীণ অবকাঠামো, স্কুল-কলেজ, রাস্তাঘাট, পুল কালভার্ট, মসজিদ-মন্দিরসহ সর্বক্ষেত্রে উন্নয়ন করার প্রাণপণ চেষ্টা করেছি এবং সফল ভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছি। লক্ষ্মীপুরে কারিগরি প্রশিক্ষন কেন্দ্র, রায়পুরে মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠা সহ অসংখ্য স্কুল কলেজের ভবন নির্মাণ করেছিলাম। গ্রামীণ জনপদের রাস্তাঘাট গুলোকে পাকা রাস্তায় পরিনত করেছিলাম। আমি আমার সর্বোচ্চ সক্ষমতা দিয়ে আপনাদের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট ছিলাম। সে কারণে ২০০১-২০০৬ সালে সংসদীয় আসন ভিত্তিক অর্থ বরাদ্ধের ক্ষেত্রে লক্ষ্মীপুর-২ আসন ছিলো বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বরাদ্ধ প্রাপ্ত সংসদীয় আসন। ২০০৮ সালে আমাকে আপনারা আপনাদের মহামূল্যবান ভোট দিয়ে নির্বাচিত করলেও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) সরকার গঠন করতে না পারায় আওয়ামী লীগ সরকার বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদের উল্লেখযোগ্য কোন বরাদ্ধ প্রদান করেনি। সেই সরকার সম্পর্কে আপনারা সবাই অবগত আছেন। তবুও আমি প্রায় সকল মসজিদ-মন্দির, স্কুল-কলেজে সাধ্য অনুযায়ী বরাদ্ধ প্রদান করেছি।

২। মাদক সমস্যার সমাধানঃ

বিগত সরকারের সময় বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি না হওয়ায় এবং সামাজিক সচেতনতার অভাবে গ্রাম গঞ্জে মাদকের উৎপাত বেড়ে গেছে। মাদকদ্রব্য আমাদের যুব সমাজকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। ব্যক্তি, পরিবার এবং সমাজকে উন্নয়নমূখী করতে হলে যুব সমাজকে যে কোন মূল্যে মাদকের আক্রমন থেকে সুরক্ষা দিতে হবে। আমি আপনাদের ভোটে নির্বাচিত হলে দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম দিন থেকেই মাদকের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থাগ্রহণ সহ সামাজিক সচেতনতার মাধ্যমে যে কোন মূল্যে মাদককে লক্ষ্মীপুর-২ আসন থেকে নির্মূল করবো।

মাদক শুধু একজন যুবককে কু-পথে নেয়না বরং একটি পরিবারকে ভেঙ্গে দেয়, পড়াশোনা থামিয়ে দেয়, চুরি-ছিনতাই বাড়ায় এবং সমাজের নিরাপত্তা নষ্ট করে দেয়। আমরা চাই মাদকমুক্ত লক্ষ্মীপুর-২, সুতারং আমার পরিকল্পনা অত্যন্ত পরিস্কার। মাদক ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে জিরো টলারেন্স সৃষ্টি করতে হবে।

যে যুবক ভুল পথে গেছে তার জন্য থাকবে কাউন্সিলিং ও চিকিৎসা সহায়তা যাতে সে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে। প্রতিটি ইউনিয়নে এবং পৌরসভার ওয়ার্ডে ড্রাগ ফ্রি টাস্কফোর্স থাকবে, আর থাকবে গোপন অভিযোগ ব্যবস্থা। সংবাদ দানকারীর নাম ঠিকানা শতভাগ গোপন থাকবে, কিন্তু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে নিশ্চিত ভাবে। এভাবেই পরিকল্পনা মোতাবেক মাদক নির্মূলে সচেষ্ট থাকবো।

৩। শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের উন্নয়নঃ

আমি ইতিপূর্বে সংসদ সদস্য থাকা কালে লক্ষ্মীপুর-২ আসনের বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন সাধন করেছিলাম, রায়পুর মহিলা কলেজ, খিলবাইছা জিএফইউ উচ্চ বিদ্যালয়কে কলেজ পর্যায়ে উন্নীতকরণ সহ বিভিন্ন স্কুল-কলেজ এবং মাদ্রাসার ভবন নির্মাণ করেছিলাম। লক্ষ্মীপুরে যুবকদের হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়ার জন্য কারিগরি প্রশিক্ষন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। জনগন আসন্ন নির্বাচনে আমাকে নির্বাচিত করলে আমি আমাদের রায়পুরের এল এম পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের জাতীয়করণের স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের জন্য কার্যকর প্রদক্ষেপ গ্রহণ করবো। শিক্ষা ও শিক্ষকের নিরাজিত সমস্যার যৌক্তিক সমাধানে অগ্রনী ভূমিকা রাখবো।

আমাদের তরুণরা সবাই তো আর ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হতে পারবেনা তাই আমরা লক্ষ্মীপুর-২ আসনে একটি ডিজিটাল হাব তৈরী করবো যেখানে হাতে কলমে কাজ শেখানো হবে। যেমন, প্রোগ্রামিং, ট্রেডিং, ডিজিটাল মার্কেটিং, ভিডিও এডিটিং, অটোক্যাড এবং সোলার টেকনোলজি, যাতে শিক্ষার্থীরা এগুলো শেখার পর পরই নিজেরা কাজ শুরু করতে পারে। রায়পুরে একটি নতুন টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার প্রতিষ্ঠা করবো। এখানে শিক্ষার্থীদের আইটি স্কিল, নির্মাণ কাজ, মেকানিক্স, বিদ্যুৎ এর কাজ ও ফ্রিল্যান্সিং শেখানো হবে যাতে তারা ঢাকায় না গিয়ে নিজের এলাকায় থেকেই স্কিল তৈরী করতে পারে এবং স্বাবলম্ভী হতে পারে।

আমাদের লক্ষ্য প্রতিটি পরিবারে একজন দক্ষ মানুষ তৈরী করা যেন কোন ছেলে-মেয়ে পিছিয়ে না থাকে। আমাদের নারীদের নিরাপত্তা ও সম্মানজনক পরিবেশ নিশ্চিত করতে আমি বদ্ধপরিকর। আমার একটাই লক্ষ্য, আমার লক্ষ্মীপুর-২ আসনের প্রতিটি তরুণ-তরুণী যেন বলতে পারে আমার ও সুযোগ আছে, আমিও পারি। শিক্ষিত, দক্ষ, আত্মবিশ্বাসী ও আধুনিক লক্ষ্মীপুর গড়াই আমার লক্ষ্য।

৪। স্বাস্থ্য সেবাঃ

স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে সরকারি হাসপাতালকে আধুনিকায়ন এবং সেবার মানদন্ডে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌছানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবো। প্রতিটি ইউনিয়নে স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করবো। আমাদের দলের চেয়ারম্যানের ঘোষিত পরিকল্পনা মোতাবেক ডায়াবেটিস রোগীদের বিনামূল্যে ঔষধ সরবরাহের ব্যবস্থা করবো। বিশেষ করে মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করবো। গর্ভবতী মায়েদের সু-চিকিৎসার ব্যাপারে হাসপাতাল সমূহকে কোন রকম অবহেলা করতে দেওয়া হবেনা।

আমি জনগনের ভোটে নির্বাচিত হলে রায়পুরের সরকারি হাসপাতালকে আধুনিকীরণ এবং শয্যাসংখ্যা বৃদ্ধি করবো। অক্সিজেন, এ্যাম্বুলেন্স ও দক্ষ স্টাফ নিশ্চিত করবো। বেসিক ল্যাবটেষ্ট গুলো হাসপাতালেই করা হবে। আধুনিক মানসম্মত চিকিৎসা সেবার জন্য সরকারি হাসপাতাল এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র গুলোকে সার্বক্ষনিক মনিটরিংয়ের আওতায় রাখা হবে যাতে চিকিৎসা সেবায় কোন রকম অবহেলা না করা হয়।

৫। নারীর ক্ষমতায়ন ও নিরাপদ কর্মক্ষেত্রঃ

আমার প্রিয় মা ও বোনেরা তাদের মূল্যবান ভোট দিয়ে আমাকে নির্বাচিত করলে আমি নারীদের উন্নয়ন ও নিরাপত্তাকে বিশেষ গুরুত্ব দিবো। মেয়েদের জন্য আলাদা নিরাপদ স্কিল ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হবে। প্রতিটি ক্যাম্পাসে সিসিটিভি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে। মহিলা ডিগ্রি কলেজে অনার্স প্রোগ্রাম চালু করবো। এক কথায় নারীদের জন্য সম্মানজনক, গ্রহণযোগ্য ও নিরাপত্তা সহায়ক কর্মপরিবেশ তৈরী করতে হবে। আমাদের মেয়েদের প্রতি ইভটিজিং সহ যে কোন ধরনের অন্যায় প্রতিরোধে আইনগত ও সামাজিক সচেতনতার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আমি অঙ্গিকারাবদ্ধ থাকবো ইনশাআল্লাহ।

৬। সরকারি দপ্তরে দূর্নীতির মূলোৎপাটনঃ

লক্ষ্মীপুর-২ আসনে অবস্থিত সরকারী দপ্তর সমূহের দূর্নীতিকে চিরতরের জন্য নির্মূল করা হবে। সাধারণ মানুষ এই সকল দপ্তরে প্রয়োজনীয় কাজ করতে গেলে ঘুষ বানিজ্যের শিকার হয় অথবা কাজের ধীরগতি বা জটিলতা সৃষ্টি করা হয়। এই কারনে জনগন চরম ভোগান্তির স্বীকার হন। অতএব, জনগনের ভোটে নির্বাচিত হলে সাধারণ জনগনকে এই জঞ্জাল থেকে মুক্ত রাখা আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য মনে করবো।

৭। চরের ভূমি বিরোধ এবং দখল বানিজ্য রোধ কল্পে ব্যবস্থাগ্রহণঃ

আমাদের এই আসনের একটা বিশাল আয়তন জুড়ে রয়েছে চরাঞ্চল। এই অঞ্চলে দীর্ঘদিন থেকে ভূমি দস্যুদের কারনে সাধারণ গরীব মানুষ তাদের ব্যক্তিগত এবং সরকারি ভাবে বরাদ্ধ প্রাপ্ত খাস জমি রক্ষার ক্ষেত্রে প্রায়শই উদ্বেগ উৎকণ্ঠার মধ্যে থাকতে হয়। এই ভূমি দস্যুদের হাত থেকে সাধারণ জনগনের ভূমি রক্ষার্থে "দলিল যার জমিন তার" এই নীতি বাস্তবায়নে কঠোর নীতি গ্রহণ করবো। কোন ভাবেই গরিবের সম্পদ কেড়ে নিতে দেওয়া হবেনা।

৮। জলাবদ্ধতা নিরসনঃ

অপরিকল্পিত ড্রেনেজ ব্যবস্থার কারনে রায়পুর পৌরসভা এবং সদর অংশে জলবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। পৌর মেয়র/প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে বিশেষজ্ঞগন দ্বারা ট্রেনিং এর মাধ্যমে জলাবদ্ধতা নিরসনের সুনির্দিষ্ট কৌশল প্রনয়ন করবো এবং দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করবো।

৯। মৎস্যজীবীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করণঃ

লক্ষ্মীপুর-২ আসন একটি নদী মাতৃক এলাকা। নদীতে মাছ শিকার করে হাজার হাজার জেলে তাদের পরিবার পরিজনের দৈনন্দিন আহার যোগানদেন। স্বল্প আয়ের জেলেরা তাদের পরিবার নিয়ে বহু কষ্টে দিনাতিপাত করেন। কিন্তু মাঝে মাঝে এসব জেলে ভাইয়েরা জলদস্যুদের কবলে পড়ে এবং কখনো কখনো বৈরী আবহাওয়ার কারনে তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। তাদেরকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য কোষ্ট গার্ড এর সহযোগিতায় জলদস্যুদের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং বৈরী আবহাওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাধি সরবরাহ সহ অগ্রিম তথ্য পাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

১০। শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের স্থানীয় ভাবে কর্মসংস্থান তৈরীঃ

শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের জন্য স্থানীয় ভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ এখানে একেবারেই অপ্রতুল, লক্ষ্মীপুরে শিক্ষিত তারুণ্যের জন্য আমরা নতুন একটি হাব তৈরী করবো যেখানে হাতে কলমে বাস্তব কাজ শিখানো হবে যেমন, প্রোগ্রামিং ট্রেডিং, ডিজিটাল মার্কেটিং, ভিডিও এডিটিং, অটোক্যাড, সোলার টেকনোলজি সহ বিভিন্ন পদ্ধতি শেখানো হবে এবং এই হাব থেকে শেখার পর শিক্ষার্থীরা নিজেরাই কাজ শুরু করতে পারবে, রায়পুরে নতুন একটি টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার তৈরী করা হবে। যাতে আইটি স্কিল, নির্মান কাজ, মেকানিক্স, ফ্রিল্যান্সিং সহ আধুনিক কাজ শেখার জন্য কোথাও যেতে হবেনা বরং নিজের এলাকাই যথেষ্ট হবে।

১১। লক্ষ্মীপুরের প্রধান অর্থকরী ফসল সয়াবিনের উন্নত বীজ সংরক্ষন ও সয়াল্যান্ড প্রতিষ্ঠাঃ

একসময় বাংলাদেশের মোট সয়াবিন এর ৫ শতাংশ উৎপাদিত হতো এই লক্ষ্মীপুরে। এই অঞ্চলে সয়াবিন কে ঘিরেই পরিচালিত হতো ৪০০ কোটি টাকার অর্থনৈতিক কার্যক্রম। শুধু রায়পুর এলাকাতেই ৬,৬৫০ হেক্টর জমিতে চাষ হতো এই সোনালী ফসল।

সয়াবিন এমন একটি ফসল যার জন্য অতিরিক্ত সার লাগেনা, আলাদা সেচের প্রয়োজন হয়না, অথচ ভবিষ্যৎ ফসলের জন্য মাটি উর্বর করে তোলে। আগামীতে সয়াবিন চাষিদের নিকট উন্নত ও জলবায়ু সহনশীল বীজ সরবরাহ করতে হবে। ফসল উৎপাদনের পর মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ব কমানো হবে। সয়াবিনের জন্য একটি মার্কেট চেইন গড়ে তুলতে হবে যাতে করে মাঠ থেকে সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষন ও বাজার জাত করণ পর্যন্ত কোন সমস্যা সৃষ্টি না হয়।

আর ভবিষ্যতের কথা ভেবে সুপারি ও সয়াবিনকে কাচাঁমাল হিসেবে ব্যবহার করে ফার্মাসিউটিক্যালস ও শিল্পখাতে সংযোগ গড়ে তুলতে হবে যাতে লক্ষ্মীপুর-২ শুধু কৃষি প্রধান নয় বরং শিল্প সংযুক্ত একটি আধুনিক অর্থনৈতিক অঞ্চলে পরিনত হয়। ইনশাআল্লাহ সকলের দোয়ায় আমরা সে পথেই এগিয়ে যাবো। আগামী দিনে পরিকল্পনা তৈরী করে এই লক্ষ্মীপুরকেই গড়ে তুলবো অর্থনৈতিক অঞ্চল সয়াল্যান্ড।

১২। মজু চৌধুরীর হাট বন্দর আধুনিকায়নঃ

এটি শুধু একটি লঞ্চঘাট নয় বরং দক্ষিন পূর্ব বাংলার অর্থনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ লাইফ লাইন।
চট্টগ্রাম বিভাগের সাথে বরিশাল ও খুলনা বিভাগের ২১ টি জেলার ৩ কোটি মানুষের একমাত্র সহজ যোগাযোগের মাধ্যম এই নৌ-রুট, প্রতিদিন এই একটি মাত্র নৌ-রুট দিয়ে যাতায়াত করে গড়ে ১০,০০০ থেকে ১৫,০০০ যাত্রী এবং ৫০০ থেকে ৮০০ পর্যন্ত পণ্যবাহী ট্রাক ও বাস।

অসংগঠিত ঘাট, সীমিত নৌযান ধারণ ক্ষমতা, অনিয়মিত সময়সূচী এবং নাব্যতা সংকট-এই সমস্যা গুলো হাজারো মানুষকে ভোগাচ্ছে। তার সাথে পণ্য পরিবহনে অতিরিক্ত সময় ও খরচ সংযোজন হচ্ছে। তাই আমরা চাই মজু চৌধুরীর হাট বন্দর কে আধুনিক, নিরাপদ ও আন্তর্জাতিক মানের নৌ পরিবহন সেক্টর হিসেবে গড়ে তুলতে, এই পরিকল্পনার মূল দিক গুলো হবে আধুনিক টার্মিনাল ভবন ও যাত্রী সেবা, নির্দিষ্ট পরিমান জায়গার উপর তিন তলা বিশিষ্ঠ একটি টার্মিনাল ভবন, যেখানে একসাথে ৫০০ থেকে ১০০০ জন যাত্রী নিরাপদে অবস্থান করতে পারে।

আরামদায়ক অপেক্ষমান কক্ষ, পরিস্কার স্যানিটেশন, মা ও শিশুদের জন্য আলাদা কক্ষ, ডিজিটাল টিকেটিং, অনলাইন বুকিং, তথ্য কেন্দ্র ও যাত্রী সহায়তা ডেস্ক, জেটি, ফেরি ও নৌ সুবিধা থাকবে। বড় লঞ্চের জন্যে কমপক্ষে ৩টি আরসিসি জেটি যাতে একই সঙ্গে একাধিক নৌযান ভিড়াতে পারে। রো-রো ফেরি ও পণ্যবাহী যানবাহনের জন্য র‍্যাম্প ও লোডিং আন-লোডিং জোন, নিরাপদ গ্যাংওয়ে, আধুনিক পন্টুন এবং রাতে চলাচলের জন্য পর্যাপ্ত হাই মাস্ট লাইট থাকতে হবে।
এটি শুধু একটি লঞ্চঘাট হলে হবেনা, বরং মানুষের জীবনকে সহজ করার পদ্ধতি হিসেবে এই নৌ-বন্দর কে একটি আধুনিক নৌ-বন্দর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১৩। শিশুদের মানসিক বিকাশ ও তরুনদের খেলাধুলার মানোন্নয়নঃ

লক্ষ্মীপুর-২, হতে পারে একটি শান্ত সবুজ ও পরিবার বান্ধব শহর, যেখানে মানুষ বাঁচবে সুস্থ ভাবে। রায়পুরে পরিবার নিয়ে খোলা যায়গায় সময় কাটানোর মতো নিরাপদ পরিবেশ খুবই সীমিত। শিশুদের খেলাধুলা, বয়স্কদের হাঁটা এবং যুবকদের অবসর, সব কিছুরই অভাব রয়েছে।

আমার পরিকল্পনা হচ্ছে- রায়পুর বাজারের আশে-পাশে একটি আধুনিক ইকোপার্ক এবং মেঘনার পাড়ে একটি সুন্দর বিনোদন কেন্দ্র তৈরী করা, হাঁটার ব্যবস্থা, খেলার মাঠ, পরিবার ও যুবকদের জন্য স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করা।

শিশুদের আত্নবিকাশ ও মানসিক স্মৃতি বাড়ানো এবং উদ্বেগও বিষন্নতা দূরী করনের জন্য সবুজ-শ্যামল পরিবেশ তৈরী করতে হবে। যুবকদের জন্য খেলাধুলার মাঠ গুলোকে পর্যাপ্ত সংস্কার করে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদী নিশ্চিত করে তাদের স্কিল তৈরীর মাধ্যমে শারিরিক ও মানসিক স্থিতি সম্পন্ন মানুষ হিসেবে তৈরী করতে হবে।

একটি সবুজ, সুস্থ্য ও আধুনিক লক্ষ্মীপুর গড়ার পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাবো আমরা। একই সঙ্গে আমাদের পরিকল্পনা ও প্রত্যাশাগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে আগামী প্রজন্ম কে একটি সুন্দর ও মননশীল লক্ষ্মীপুর-২ উপহার দিবো ইনশাআল্লাহ।

১৪। নদী ভাঙ্গন রোধঃ

নদী ভাঙ্গঁন রোধে লক্ষ্মীপুর-২ আসনে আমাদের কে যুগোপযোগী পরিকল্পনা করতে হবে এবং বাস্তবায়ন করতে হবে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিশেজ্ঞগনের পরামর্শ মোতাবেক গভীরতা বুঝে মজবুত বাঁধ তৈরী করতে হবে। ভাঙ্গঁন কবলিত এলাকায় Geo-bag বাঁধ এবং স্লুইস গেট নির্মান করতে হবে, যাতে পানি বাড়লেও এলাকা ভেঙ্গে না যায়।

লক্ষ্মীপুর-২ আসনের আমার প্রিয় ভাই,বোন সহ দলমত নির্বিশেষে সর্বস্তরের সম্মানিত ভোটারগন, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে **১২ই** ফেব্রুয়ারী ২০২৬-এ আমাকে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট প্রদান করে নির্বাচিত করলে আমি আপনাদের নিকট অত্র ইশতেহারে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি গুলো বাস্তবায়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকবো ইনশাআল্লাহ।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিকট আপনাদের সকলের সুস্থতার সহিত নেক হায়াত কামনা করছি।

১২ই ফেব্রুয়ারী সারাদিন- ধানের শীষে ভোট দিন।

আল্লাহ হাফেজ
বাংলাদেশ- জিন্দাবাদ
শহীদ জিয়া- অমর হোক
বেগম খালেদা জিয়া- অমর হোক
তারেক রহমান- জিন্দাবাদ

স্বাক্ষর

(মোঃ আবুল খায়ের ভূঁইয়া)

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি